Poush 28, 1424 Bangla, January 11, 2018, Thursday No. 11, 48th year

H I G H L I G H T S

President M Abdul Hamid asks police officers to be more cordial so that every service seeker receives service uninterruptedly from them. (R. Today: 14)

PM Sheikh Hasina addressing father of the nation's historic home coming day says, mockery of democracy started in country to rehabilitate war criminals after assassination of Bangabandhu in 75. (R. Today: 13)

Sheikh Hasina tells JS, people will resist BNP if the party tries to thwart next polls- adds, investigation is underway against Khaleda Zia & her sons for allegations of siphoning off money from country. (R. Today:13)

PM will address the nation tomorrow marking completion of govt.'s four year in office highlighting success of AL govt. (R. Today:13)

Foreign Minister terms Rohingya crisis as an issue of irritant in bilateral ties between Bangladesh & Myanmar expecting Rohingya repartition will start in due time. (VOA:10)

Education Minister says, legal action will be taken against those private universities who failed to fulfill prescribed conditions. (R. Today:14)

A special tribunal has sentenced death penalty to 2 Razakars from Moulvibazar and jail until death to 3 others for committing crimes against humanity during Liberation War in 1971. (VOA:11)

Myanmar's army has admitted for first time its security forces killed 10 Rohingya Muslims in three villages in troubled Rakhine state. (BBC:9)

Recently ousted Pakistan PM Nawaz Sharif says, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman was not a rebel but he was forced to break away from Pakistan. (R. Today: 13)

At least 15 people have been killed & dozen others still missing after deadly mudslides in southern California of US. (BBC:02)

BBC

US COULD CONCEIVABLY RETURN TO PARIS DEAL

President Donald Trump said the United States could conceivably return to the 2015 Paris climate accord. He repeated to reporters what he said when he pulled out of the agreement last June that it was a bad deal for the US. But he said he had no problem with the agreement itself, so we could conceivably go back in. Mr. Trump's decision last June would make the US in effect the only country not to be part of the accord.
(BBC : 0600 hrs. 11/01/18 Faruk/Nargis)

MYANMAR ARMY ADMITS ROHINGYA KILLINGS

Myanmar's army has admitted for the first time its soldiers were involved in the killing of Rohingya Muslims in recent violence in Rakhine State. It said an inquiry had found that four members of the security forces were involved in the killing of 10 people in Inner Din village near Maungdaw. The report said the four had helped villagers carry out a revenge attack on what it called Bengali terrorists. (BBC : 0600 hrs. 11/01/18 Faruk/Nargis)

US URGES RELEASE OF IRAN PROTESTERS

The US has demanded that the brutal leadership of Iran release all those arrested during recent anti-government protests. A White House statement said the Trump administration was deeply concerned that Iran had imprisoned thousands for engaging in peaceful protests. It is not known how many people have been arrested. The official figure is about 1,000, but other sources in Iran suggest it could be much higher.
(BBC : 0600 hrs. 11/01/18 Faruk/Nargis)

CALIFORNIA MUDSLIDES RACE TO FIND MISSING: KILLS 15

Hundreds of rescuers are desperately combing wreckage in Southern California for nearly two dozen people still missing after deadly mudslides. More than 100 homes were destroyed and another 500 have been damaged following the deluge that overwhelmed an area scorched by wildfires last month. At least 15 people have died and 28 injuring have been reported.(BBC : 0600 hrs. 11/01/18 Faruk/Nargis)

TRUMP MOVE TO END DREAMERS SCHEME BLOCKED

A US judge has blocked attempts by the White House to end a programme barring the deportation of children brought illegally to the US by parents. In September, President Donald Trump rescinded the Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) programme. But San Francisco's Judge William Alsup ruled it must stay in place while litigation against the move continues. (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

THOUSANDS ON IRAN DEATH ROW MAY BE SPARED

Thousands of Iranians who have been sentenced to death for drug crimes could be spared following a softening in the country's law. Capital punishment has been abolished for sum drug offences and the head of the judiciary has said all cases on death row can be reviewed. The move is set to be applied retrospectively, meaning some 5,000 prisoners could escape execution. (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

TRUMP DESERVES CREDIT FOR KOREA TALKS

South Korea's President Moon Jae-in says his US counterpart Donald Trump deserves big credit for talks between South and North Korea. The talks held on Tuesday, were the first in two years and led to the announcement that North Korea would send a delegation to the Olympic's in Pyongchang later this year. Mr. Moon said he wanted to show Mr. his gratitude. (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

RESCUERS SEARCH FOR CALIFORNIA SURVIVORS: 13 DEAD

Rescue workers in southern California are searching for survivors after mudslides and flooding in what at least 13 people have died. More than 30 miles of the main coastal road have been closed and police said the scene looked like a World War One battlefield. A group of 300 people are reportedly trapped in Romero Canyon neighbourhood east of Santa Barbara. (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

FINANCIAL SERVICES PIVOTAL TO BREXIT DEAL

Financial services are pivotal to the bespoke Brexit trade deal wanted by the UK, two senior minister are to tell German business leaders. Chancellor Philip Hammond and Brexit Secretary David Davis will call for the most ambitious economic partnership in the world during a trip to Berlin. (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

SYRIAN ARMY OFFENSIVE DISPLACES 1,00,000

Some 1,00,000 Syrian civilians have been displaced by a government offensive on the country's largest remaining rebel stronghold, the United Nations says. Since the start of November, fighting and air strikes have intensified in the North Western province of Idlib and neighbouring parts of Hama and Aleppo. The UN says the situation for those forced from their homes is "dire." (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

RIOTS OVER CHILD'S MURDER IN PAKISTAN: KILLS 2 PROTESTERS

Two protesters have died in rioting over the latest in a series of child murders in the Pakistani city of Kasur. The body of seven year old Zainab was found in a rubbish dump on Tuesday, several days after she went missing. She had been raped and strangled. Angry demonstrators say the authorities are doing little to stem the spate of adductions, sexual assaults and killings. (BBC : 2200+2300 hrs. 10/01/18 Faruk/Nargis)

মেয়েদের হয়রানীর অভিযোগে ১২ জুন পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

বাংলাদেশের স্কুলগামী মেয়েদের রাস্তায় যৌন হয়রানীর অভিযোগে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলা খুলনার বটিয়া ঘাটায় দায়িত্বরত ১২ জন পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘটনা বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছে। অনেকে বলছেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই যদি রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের যৌন হয়রানী করে তাহরে সেটি অন্য উত্যক্তকারীদের প্রশ্রয় দেবে। যদিও পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা এবং এর অভিযোগ প্রমাণিত হলে পুলিশ সদস্যদের শাস্তি পেতে হবে। বাংলাদেশের রাস্তা-ঘাটে নারীদের হয়রানী বন্ধ করতে সরকার ভ্রাম্যমাণ আদালত ব্যবহার করে শাস্তির ব্যবস্থা চালু করেছে। কিন্তু এখন এই ধরনের অভিযোগ উঠলো পুলিশের কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে ঢাকা থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের সংবাদদাতা আকবর হোসেন :

খুলনার বটিয়া ঘাটায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধীরা বলছেন, একটি পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দিয়ে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের যাতায়াত এর সময় পুলিশ সদস্যরা মেয়েদের উদ্দেশ্য করে প্রায় কটু মন্তব্য করতো। গতকাল স্কুলে যাবার পথে এক ছাত্রীকে উদ্দেশ্য করে এক পুলিশ সদস্য শিস দেয় এবং কটু মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে। এরপর ছাত্রীটি তার ভাইকে বিষয়টি জানালে তার ভাই প্রতিবাদ করতে আসলে পুলিশ তাকে ফাঁড়িতে নিয়ে উল্টো মারধর করে। প্রতিবাদে গ্রামবাসী পুলিশ ফাঁড়ি ঘেরাও করে। খুলনায় বটিয়া ঘাটা উপজেলার আজিমপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান সেই ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিলেন:

(স্বকণ্ঠে): ঐ মেয়েটা কোচিং সেন্টারে যাওয়ার পথে ঘটনাটা ঘটে। মেয়েরা বান্ধবীরাসহ এক সঙ্গে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথেই ব্যাড সাউন্ডগুলো দেয় বলে মেয়ের দাবি ছিল।

গত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের উত্যক্ত করার ঘটনা বেশ বেড়ে গেছে বলে সংবাদ মাধ্যমে খবর হয়। উত্যক্ত করার যন্ত্রণা সইতে না পেরে কোথাও কোথাও ছাত্রীদের আত্মহত্যার অভিযোগও উঠেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমেও উত্যক্তকারীদের সাজা দেবার বিধান চালু করে সরকার। মানবাধীকার আইনজীবী সালমা আলী বলছেন খুলনার ঘটনার মাধ্যমে আবারও প্রমাণিত হচ্ছে রাস্তা-ঘাটে মেয়েদের নিরাপত্তা যেমন নেই তেমনি অন্য উত্যক্তকারীদেরও এটি প্রশ্রয় দিচ্ছে:

(স্বকণ্ঠে): আমরা বুঝতেই পারছি এইটা তো প্রশ্রয় দিচ্ছেই। পুলিশ যদি এই ধরনের কিছু করে সেটা কিন্তু আরো একটা খারাপ বার্তা আনে। সেটা হল এই বিষয়গুলো এবং বিশেষ করে ফ্যামেলি মেম্বাররা আরো ভয় পাবে। এই বিষয়টা এমন বার্তা দেয় যে কোন জায়গায় কিন্তু আমাদের নারীরা সুরক্ষায় নেই।

পুলিশের দিক থেকে খুলনার ঘটনাটিকে বিচ্ছিন্ন ঘটা হিসেবে বর্ণনা করে বলা হচ্ছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বলছিলেন খুলনার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার নাইমুল হক:

(স্বকণ্ঠে): ইতমধ্যে এদের সবাইকে আমরা প্রত্যাহার করে নিয়ে গেছি পুলিশ লাইনে। আমরা সম্পূর্ণ নতুন ফোর্স ওখানে মোতায়েন করেছি। পুলিশের সকল সদস্যরা আর এই কাজ করে না। দুই একজন দুষ্ট থাকতেই পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ পুলিশের আইনগত যে ব্যবস্থা আছে আমরা সেটা নিয়ে থাকি। বিভাগীয় ব্যবস্থা আমরা সব সময় গ্রহণ করে থাকি। আসলে এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। এই ধরনের ঘটনা আসলে কাম্য নয়। তারপরেও যেহেতু ঘটেছে তার জন্য তদন্ত কমিটি অলরেডি আমরা গঠন করে দিয়েছি। তদন্ত চলছে, তদন্ত রিপোর্ট আসার পরে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ করে কার কি দোষ-ত্রুটি ছিল সেই অনুযায়ী আমরা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

পুলিশের তরফ থেকে এভাবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে স্কুল পড়ুয়া মেয়েদের উত্যক্ত করার বিষয়টিকে যথেষ্ট উদ্বেগের বলে মনে করেন মানবাধিকার আইনজীবী সালমা আলী। তিনি মনে করেন শুধু বিভাগীয় ব্যবস্থাই নয় অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা কি ধরনের শাস্তি পাচ্ছে সেটি সবাইকে জানানো প্রয়োজন:

(স্বকণ্ঠে): এখন দেখা যাচ্ছে প্রত্যাহার করেছে কিছু দিন পর দেখা যাবে অন্য জায়গায় দেবে। খালি প্রত্যাহার করলে হবে না। যখন প্রত্যাহার করেছে তার মানে অনেকগুলো প্রমাণ তারা পেয়েছে। সেই অনুযায়ী এবং সেটা যাতে জনসম্মুখে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা যেন দেখতে পাই। তাহরে বুঝবো যে সত্যিকারের একটা এ্যাকশনে গিয়েছে। শুধু তারা অভ্যন্তরীণ কিছু একটা করবে সেটা কিন্তু হবে না। এইটার জন্য সেই ধরনের শাস্তি আইনে আছে আমাদের দেশে সেই ধরনের শাস্তির আওতায় কিন্তু তাদেরকে আনতে হবে।

এইদিকে পুলিশের তরফ থেকে বলা হচ্ছে অভিযোগ প্রমাণিত হলে যার যতটুকু শাস্তি আইন অনুযায়ী প্রাপ্য তাকে সেটিই দেওয়া হবে। তাছাড়া উত্যক্তের স্বীকার মেয়েটির পরিবার যাতে কোন ধরনের হয়রানীর স্বীকার না হয় সেই জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ কর্মকর্তারা জানান। (বিবিসি: ১৯:৩০ ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আশরাফ)

তীব্র শীতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থা প্রচন্ড খারাপ

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বয়ে যাওয়া তীব্র শৈত্য প্রবাহে জনজীবন এখন বিপর্যস্ত। তীব্র শীতে ভুগছেন যে বিশাল জনগোষ্ঠী তাদের মধ্যে দরিদ্রদের অবস্থাই বেশী খারাপ। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি শীতার্ত এ মানুষদের সহায়তার নানা ধরনের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ইতঃমধ্যে শীত বস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু কিভাবে এ অর্থ বা শীত বস্ত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে আর আক্রান্তরা ঢাকায় খোঁজ নিয়েছেন সংবাদদাতা রাকিব হাসনাত :

মাত্র একদিন আগেই বাংলাদেশে সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়াতে তাপমাত্রা কমে তিন ডিগ্রীরও নিচে নেমে এসেছিলো। ঢাকাসহ সাড়া দেশেই এখন এ তীব্র শীতের হাড় কাঁপানো ঠান্ডার মধ্যেও ফুটপাত কিংবা খোলা জায়গায় বসবাস করছে বহু মানুষ। সরকারি বেসরকারি নানা উদ্যোগে শীত বস্ত্র সংগ্রহ ও বিতরণও দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো কি পর্যাপ্ত পরিমানে পাচ্ছে সবাই? আমি এখন ঢাকার মগবাজার রেল লাইনের কাছে। সকাল সাড়ে নয়টা বাজে। কিন্তু এখনো শীতে অনেকে জবুথবু হয়ে শুয়ে আছেন:

(ব্যাক্তি-১): সরকারও কিছু দেয় না, মানুষও দেয় না কোন কম্বল।

(ব্যক্তি-২): কিছুই পাই নাই। যদিও কিছু এলাকায় দেখা গেছে দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল আর শীত বস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংগঠনের উদ্যোগে। তেমনি একটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীদের সংগঠন ডুফা। এর একজন সংগঠক জাহিদ কবির টিটু:

(স্বকণ্ঠে): ডুফার পক্ষ থেকে আমরা নিজেরা নিজেদের মত করে শীত বস্ত্র সংগ্রহ করেছি। যাদের প্রকৃত প্রয়োজন এরকম মানুষের মাঝে বিশেষ করে যারা ফুটপাতে বসবাস করে এমন দু'শ পরিবারের মাঝে আমরা এগুলো বিতরণ করেছি। নারী এবং শিশুদের আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি।

সরকারি উদ্যোগের বাইরে দেশের উত্তরাঞ্চলে বড় ধরনের সহায়তার প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বাংলাদেশ স্টুডেন্টস কাউন্সিল। সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আশিক উল্লাহ সোপানের কাছে জানতে চেয়েছিলাম কিভাবে তারা অর্থ ও শীত বস্ত্র সংগ্রহ করেছেন:

(স্বকণ্ঠে): বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, শপিংমলে ওখান থেকে আমরা কার্ড ফান্ডিংয়ের মাধ্যমে আমরা টাকাগুলো কালেক্ট করতাম। চার বছর ধরে আমরা 'কনসার্ট ফর উষ্ণতা' নামের একটা ইভেন্ট করি। সে কনসার্টের মাধ্যমে আমরা ডোনেশন কালেক্ট করি। পাশাপাশি আমাদের বিভিন্ন ডোনার আছেন। পরিচিত যারা তাদের কাছ থেকে আমরা সাড়াটা বেশী পাই।

এ ধরনের সংগঠনগুলো যে অর্থ বা শীত বস্ত্র সংগ্রহ করেছে সেগুলো কোথায় কিভাবে বিতরণ করা হবে? জবাবে সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক রাগীব আহসান:

(স্বকণ্ঠে): আমরা যাচ্ছি কুড়িগ্রাম রৌমারিতে। ১৫০০ পরিবারকে আমরা কম্বল দেব। আমরা একটা উপজেলার যে ইউনিয়নগুলো রয়েছে সেখানে দেড় হাজার পরিবারকে আমরা কম্বলগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো।

আবহাওয়াবিদদের মতে, এবার পুরো জানুয়ারী মাস জুড়েই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাত্রায় শৈত্য প্রবাহ অব্যাহত থাকবে। ঢাকার বাইরে শীতের প্রকোপ বেশী দেখা যায় উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে। কিন্তু সেখানকার মানুষগুলো এসব সহায়তা ঠিকমত পান না বলেই মনে করেন চ্যারিটি সংগঠনের সাথে গত কয়েক বছর ধরে কাজ করা তানভীর রাসেল:

(স্বকণ্ঠে): শেষবার আমি যখন লালমনিরহাটে যাই, একজন লোক বললো আমি ১৪ বছর আগে লালমনিরহাটে আসছি, ১৪ বছর পর্যন্ত আমি এখনো কোন শীতবস্ত্র দিয়ে কোন সাহায্য পাইনি, আসলে অনেক সময়ই স্বজনপ্রীতি হয়।

তবে শীতার্তদের সবার হাতে সহায়তা পৌঁছাক আর না পৌঁছাক প্রচন্ড শীত হাসি ফুটিয়েছে কম্বল আর শীত বস্ত্র বিক্রেতাদের মুখে। আর কম্বল ও শীতবস্ত্র বিক্রেতাদের এ হাসি যতটা চওড়া হচ্ছে ঠিক ততটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন দরিদ্র শীতার্তরা। যদিও সরকারের তরফ থেকে বলা হচ্ছে শীতার্ত মানুষের জন্য পর্যাপ্ত সহায়তা ইতঃমধ্যে মাঠ পর্যায়ে বিতরণ শুরু হয়েছে।

(বিবিসি: ১৯:৩০ ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আশরাফ)

মাওলানা সা'দ এর আগমনকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ

ভারতীয় উপমহাদেশের সুন্নি মুসলমানদের বৃহত্তম সংগঠন তাবলীগ জামায়াতের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব বেশ কিছু দিন ধরেই চলছে। সেই দ্বন্দ্ব আজ আবারও প্রকাশিত হয়েছে। প্রতি বছর বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দেয়ার জন্য দিল্লি থেকে তাবলীগ জামাতের কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য মাওলানা মোঃ সা'দ এর ঢাকায় আগমনকে ঘিরে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায় বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। নেতৃত্বের কোন্দলে গত নভেম্বর মাসে বাংলাদেশে তাবলীগের কেন্দ্রস্থল কাকরাইলে দুই দল কর্মীর মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। এই নিয়ে বিস্তারিত জানাতে বিবিসির ঢাকা স্টুডিও থেকে এখন সরাসরি আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগ দিচ্ছেন সংবাদদাতা কাদির কল্লোল :

বিবিসি: কাদির বিমান বন্দরে তাবলীগ জামাত কর্মীরা মাওলানা সা'দের বিরুদ্ধে বিক্ষোভটা আসলে কেন দেখাচ্ছিলেন?

মি. কাদির : তাদের বিক্ষোভের মূল কারণ ছিল মূলত মাওলানা মোঃ সা'দ এর আগমনের প্রতিবাদ করা। তারা চাইছেন না তিনি এই বিশ্ব ইজতেমা আগামী পরশু থেকে ঢাকার টঙ্গিতে শুরু হওয়ার কথা রয়েছে সেখানে অংশ নেয়। আসলে এই ইস্যুতে তাবলীগ জামাতের বিভক্তি হয়েছে এখানে। তাবলীগ জামাতের একাংশের কয়েকশ' কর্মী সকালে অবস্থান নিয়েছিলেন ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকায়। বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে তাদের এই বিক্ষোভের কারণে পুরো বিমান বন্দর এলাকায় সামনের রাস্তায় উত্তরা, টঙ্গি ব্রিজ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ সড়ক পর্যন্ত যানজটের প্রভাব পড়েছিল। বিমানবন্দর এলাকায় তাবলীগ জামাতের এই অংশের যখন বিক্ষোভ চলছিল সেই সময় বেলা সাড়ে বারটার দিকে মাওলানা সা'দ ঢাকায় এসে পৌঁছান। কিন্তু বিক্ষোভের কারণে তাকে বিমানবন্দরের ভেতরেই অবস্থান করতে হয় কয়েক ঘন্টা সময় ধরে।

বিমানবন্দর থানা পুলিশ জানিয়েছে এক পর্যায় বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে পুলিশি পাহারায় মাওলানা সা'দকে বিমানবন্দর থেকে কাকরাইল মসজিদে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাকে রাখা হয়েছে। তাকে বিমানবন্দর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ার কিছুটা সময় পর বিক্ষোভকারীরা তাদের কর্মসূচির সেখানে শেষ করেন। তাবলীগ জামাতের সূত্রগুলো বলছে যে প্রায় দুই বছর ধরে ঢাকায় তাবলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ চলছিলো। গত বছরের নভেম্বরে ঢাকায় তাদের প্রধান মসজিদ কাকরাইলে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। এখন প্রকাশ্যে একটি অংশ রাস্তায় এবার বিক্ষোভ করলো।

বিবিসি: পরশুদিন থেকে শুরু হচ্ছে বিশ ইজতেমা। এখন তাবলীগ নেতাদের মধ্যে এই যে বিরোধ। এটা কি ইজতেমা আয়োজনের উপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে?

কাদির কল্লোল : আয়োজনের উপর এখনও সেরকম কোন প্রভাব ফেলেনি। ঢাকায় টঙ্গীতে তাবলীগ জামায়াতের এই যে বিশ্ব ইজতেমা বা এই যে জমাতের এর প্যান্ডেল তৈরি থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সবকিছুর আয়োজন সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়ে থাকে। শুক্রবার থেকে ইজতেমা শুরুর আয়োজন একেবারে শেষ পর্যায়ে বলা যায়। ফলে আয়োজনের উপর কোন প্রভাব পড়েনি। এছাড়া তাবলীগ জামায়াতের দুই অংশই বলছে যে বিশ্ব ইজতেমা নিয়ে তাদের বিরোধ নেই। তারা দু'পক্ষই এতে অংশ নিচ্ছেন। তবে একটি অংশ বলছে যে ভারত থেকে মাওলানা সা'দ যে ঢাকায় এসে পৌঁছেছেন তিনি সে ইজতেমায় অংশ নেবেন কি না সেটা নিয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ আছে। তারা চাইছেন তিনি যেন সে ইজতেমায় অংশ না নেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের এমন আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এমনটা তারা বলছেন। তবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন। এটা তাবলীগ জামায়াত ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে সিদ্ধান্ত নিবে সেটাই হবে। যদি তারা চায় তিনি অংশ নেবেন না তাহলে অংশ নেবেন না। সুতরাং তার অংশ নেওয়া না নেওয়ার প্রশ্নে কি দাঁড়ায় সেটা এখনো পরিষ্কার নয়।

বিবিসি: কাদির তাবলীগ জামায়াতের এই যে সঙ্কট, নেতৃত্বের কোন্দল। এটি কি শুধুমাত্র উপমহাদেশের নেতাদের মধ্যে নাকি এর বিস্তার আরো ব্যাপক?

কাদির কল্লোল : আসলে দক্ষিণ এশিয়ায় তাবলীগ জামাতের মূল কেন্দ্র যে দিল্লী তা তার দিল্লীতেই মাওলানা সা'দকে কেন্দ্র করে তাবলীগ জামায়াতের সেখানকার কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে বিভক্ত দেখা দিয়েছে অনেক আগেই। এর প্রভাবে পাকিস্তান, মালয়েশিয়াসহ এ অঞ্চলের দেশগুলোতে একটি বিভক্তি এসেছে অনেক আগেই। এখন বাংলাদেশেও বিভক্তিটা প্রকাশ্যে এসেছে। তাবলীগ জামায়াত নেতারা আসলে যেটা বলছেন, যে শুধু এ অঞ্চলে নয়, বৃটেন, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ সারা বিশ্বেই তাদের সংগঠন রয়েছে এবং লন্ডন, আমেরিকাসহ সব দেশেই সংগঠনটি একটি বিভক্তির মধ্যে পড়েছে এই মাওলানা সা'দের বিভিন্ন সময়ের মন্তব্যকে কেন্দ্র করে।

বিবিসি: এই যে সঙ্কট বা বিভক্তি, তাবলীগ জামায়াত থেকে কেউ কি সেটা দূর করার উদ্যোগ নিয়েছে?

কাদির : কল্লোল : তাবলীগ জামায়াতের দিক থেকে বাংলাদেশের যে বিষয়টা দাড়িয়েছে বাংলাদেশে তাবলীগ জামায়াতের দুটি অংশের বিরোধ মেটাতে সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে মধ্যস্থতা করতে হচ্ছে। কিছু দিন আগে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ দু'পক্ষের নেতাদের নিয়ে এর বাইরে ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছেন। সে বৈঠকে ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটিও গঠন করা হয়েছে সমাধানের জন্য। কিন্তু বিরোধ মেটানো এখনো সম্ভব হয়নি।

(বিবিসি: ১৯:৩০ ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/সোনিয়া/কহিনুর)

তিস্তার উপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরীর প্রতিবাদ করছে ভারতের সিকিমের লেপচা জলগোষ্ঠী

ভারতের সিকিম রাজ্যে তিস্তা নদীর উপর ভারত সরকার যেভাবে একের পর এক জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করছে সেখানকার লেপচা জনগোষ্ঠী তার প্রতিবাদ করছেন। ভারত থেকে বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত এ নদীর জলবন্টন নিয়ে দু'দেশের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। লেপচারা বলছেন তিস্তা তাদের কাছে পবিত্র নদী। তার উপর বিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী করার ফলে ইতমধ্যেই নদীর প্রবাহ অনেকখানী কমে গেছে। এ নিয়ে কলকাতা থেকে জানাচ্ছেন অমিতাভ ভট্টশালী :

একদিকে সুউচ্চ কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফঢাকা চূড়া অন্যদিকে বইছে ঘরস্রোতা তিস্তা। চারিদিকে শান্ত সবুজেরদ যে সমাহার সেটাই কাঞ্চনজঙ্ঘা রিজার্ভ বায়োস্ফিয়ার অঞ্চল। লেপচা উপজাতিদের সংরক্ষিত বাসস্থান। ঐ বায়োস্ফিয়ারেই একটা অঞ্চল জোংগু। সেখানেই হিগিয়াথাং গ্রামে বাস মায়াল্মিত লেপচার। তিনি বলছিলেন, মিজ লেপচার কথায় তারা বিশ্বাস করেন যে কাঞ্চনজঙ্ঘার বরফ দিয়ে তাদের শরীর তৈরী। আর মৃত্যুর পরে ঐ নদী বেয়েই পূর্ব পুরুষদের কাছে পৌছে যায় তাদের আত্মা। কাঞ্চনজঙ্ঘা আর সেখান দিয়ে বয়ে যাওয়া তিস্তা রঙ্গিত এসব নদীগুলোই হল লেপচাদের প্রাণ। বলছিলেন মায়াল্মিত। কিন্তু লেপচাদের কাছে ঐ অতি পবিত্র অঞ্চলে হাজির হয়েছে এক বিপদ। তিস্তা আর রঙ্গিতের মত নদীগুলোতে যেভাবে একের পর এক বাঁধ দেওয়া চলছে তাতেই এই অস্তিত্বের সঙ্কটে পড়েছে লেপচা জাতি। সিকিমে এখনও পর্যন্ত ২০টি বাঁধ দেওয়া হয়েছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য। সেই প্রকল্পেরই অন্তর্গত তিস্তা চার প্রকল্পটি। যার থেকে ২৫০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে। লেপচার জনজাতির একটি সংগঠন ঐ প্রকল্পের বিরোধীতা করছে বেশ কয়েক বছর ধরে। জোংগুরই আরেকটি গ্রাম পাসিংডাঙ্গে থাকেন গিৎসো লেপচা। গিৎসো লেপচার কথায় কতগুলো বাঁধের জন্য তিস্তা প্রায় শুকিয়েই গেছে। বলা হয়েছিল যে, এগুলো রান অফ দ্যা রিভার প্রকল্প। কিন্তু আসলে তারা নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বন্ধ করে সুড়ঙ্গ দিয়ে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ কেন্দ্রে নদীর জল নিয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই খুব স্পর্শকাতর ঐ অঞ্চলটা। সেখানে যদি বড় বড় আকারের নির্মাণ কাজ চালানো হয় তাহলে খুব স্বাভাবিক যে গোটা অঞ্চলে আরও বড় বিপদ নেমে আসবে যেকোন দিন বলছিলেন সিৎসো লেপচা। উত্তর পূর্ব ভারতের নদীগুলো নিয়ে অনেক দিন ধরেই গবেষণা করেন নীরজ বাঘোলিকার। তিনি বলছিলেন সিকিম আর পশ্চিম বঙ্গ মিলিয়ে ইতোমধ্যেই পাঁচটি বৃহৎ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরী হয়ে গেছে অথবা নির্মাণ কাজ চলছে। নীরজ বাঘোলিকারের কথায় এই গোটা অঞ্চলটাই পরিবেশগতভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে খুব স্পর্শকাতর এলাকা। লেপচারা প্রতিবাদ করছেন খুব সঙ্গত কারণেই । এই একটা নদীকে ইতোমধ্যেই অতিরিক্ত ব্যবহার করা হয়েছে। প্রবাহটাকে যেন আর নষ্ট না করা হয়। যদি তিস্তা-৪ নামের ঐ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রতে জল আটকিয়ে রাখা হবে না। কিন্তু একের পর এক প্রকল্প তৈরী হওয়ার ফলে ক্রমাগত নদীর স্বাভাবিক গতিপথ তো বাধা পাচ্ছে বলছিলেন, মি. বাঘোলিকার। জাতীয় জলবিদ্যুৎ নিগম যারা তিস্তার উপরে বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তৈরী করছেন তারাও এই বিপদের সম্বন্ধে অবহিত। তাদের দাবি এর জন্য আগে থেকেই বেশকিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিগমের চেয়াম্যান বলরাজ যোশীর কথায়। তিস্তা তিন প্রকল্পের বাধের ফলে ইতিমধ্যেই নদীটা বেশ শুকিয়ে গেছে। কিন্তু চার নম্বর প্রকল্পে জল আটকে রাখার ব্যবস্থাই থাকবে না। এক বা দু'দিন ধরে রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরে সেটা আবারও নদীতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই ব্যবস্থায় অন্তত: সাড়ে চার কিলোমিটার এলাকায় নদীতে মাছ ধরা থেকে শুরু করে সবকিছুই করা যাবে আগের মত বলছিলেন মি. যোগী। মায়াল্মিত আর গিৎসোর কথায় অবশ্য তারা কখনই উন্নয়নের বিরুদ্ধে নয়, তবে যদি উন্নয়নই করতে হয় তবে তাদের জন্য ভালো রাস্তা, পরিবহণ ব্যবস্থা এগুলোর সমাধান করা হোক আগে। (বিবিসি: ২২:৩০ ঘ: ১০/০১/১৮ সোনিয়া/এলিনা/হেলাল)

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফের সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এই এক/এগারকে কীভাবে দেখেন, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফের কাছে সহকর্মী সাইদুর ইসলাম জানাতে চেয়েছিলেন তারা ঐ ঘটনাটিকে কীভাবে দেখেন এবং তাদের কতটা প্রভাব তাদের দলে পড়েছে বলে তারা মনে করেন?

মি. হানিফ : ২০০৬ সালে বিএনপির ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হয়। বেগম খালেদা জিয়ার পাঁচ বছরে দুর্নীতি, অনিয়ম এবং বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কারণে পরবর্তী নির্বাচনে নিশ্চিত করা নয় জেনেই এই আশঙ্কা থেকে তারা ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন না দিতে হয় সেরকম একটা ব্যাপার তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এটার মধ্য দিয়ে একটা ব্যাপার সামনে এসছিল যে, আসলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কোন সরকারই তার ক্ষমতা আকড়ে থাকার এই ক্ষমতাটা দেশের জনগণ এটাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে না। সব মিলিয়ে আমরা এটা মনে করি যে, ওয়ান ইলেভেনের সেই শিক্ষা আগামীতে এই দেশের গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সকল রাজনৈতিক দলগুলোরই উচিত সংবিধান অনুযায়ী চলা, সংবিধানের নিয়ম মেনে চলা। সংবিধান ধারা সমুন্নত রেখে যদি সব রাজনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালিত হয় তাহলে দেশে কখনই আর গণতান্ত্রিক পরিবেশ পরিস্থিতির বা অসাংবিধানিক কোন সরকার কখনই আর আসার কোন সুযোগ পাবে না।

বিবিসি: সেই যে একটি সরকার এসেছিল, ক্ষমতায় এসে তার দুই বছর ক্ষমতায় ছিল এবং তারা নানা রাজনীতিতে নানা ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক বেশ কিছু পরিবর্তনের চেষ্টা তারা করেছে। তাদেরই আয়োজনে

একটি নির্বাচনের পর বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে। এরপরে আরেকটি নির্বাচনে আপনারা দায়িত্ব নিয়েছেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে কী কোন পরিবর্তন এসেছে?

মি. হানিফ : আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক ধারায় সেরকম প্রভাব এখনও পড়েনি। আওয়ামী লীগ এরকম সংগঠন যার বিশাল গণতান্ত্রিক ফ্যামিলি আছে। যার কারণে ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতায় এসেছিল।

বিবিসি: ওয়ান ইলেভেনের যে ঘটনাটি ঘটেছিল, অনেকে বলেন যে, সেটি বাংলাদেশের বড় দুটি রাজনৈতিক দলের মত ভিন্নতার কারণেই এই পরিস্থিতির তৈরি হয়েছিল। সেটা কী রাজনীতিবিদদের একটি ব্যর্থতা বলবেন?

মি. হানিফ : আমি মনে করি যে, দুটি রাজনৈতিক দলের মত ভিন্নতার কারণে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এটা আসলে সঠিক নয়। এটা বলা যেতে পারে যে, ঐ সময় ক্ষমতায় যারা ছিল বিএনপি-জামায়াতের তারা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য, ক্ষমতা আকড়ে রাখার জন্য বিএনপি সেই সময় অশ্লীল পন্থা বেছে নিয়েছিল বিধায়ই এই ধরনের অসংবিধানিক একটা শক্তি ক্ষমতায় এসেছিল।

বিবিসি: সে সময় আপনারা বিরোধী দলে ছিলেন। এখন আপনারাই ক্ষমতাসীন দল। সামনে যে নির্বাচনটি হওয়ার কথা রয়েছে সেই নির্বাচনটি কীভাবে হবে। এই নিয়েও তো মতভিন্নতা আছে। আপনারা বলছেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচন হওয়া উচিত। বিরোধী বিএনপির দাবি যে তারা একটি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনে যেতে চায়। আবার যাতে সেরকম কোন গুরুতর পরিস্থিতি তৈরী না হয় সে বিষয়ে আপনারা কতটা সচেতন?

মি. হানিফ : অসংবিধানিক কোন সরকার ক্ষমতায় আসার কোন সুযোগ আর নেই। কারণ জনগণ এটা গ্রহণ করেনি এটা প্রমাণিত হয়েছে এবং জনগণ প্রকাশ করে যে এই বাংলাদেশে কোন অসংবিধানিক পন্থাই ক্ষমতা দখল করতে আসবে না। সকল দলই যদি সংবিধান অনুযায়ী চলে তাহলে কোন দলের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

(বিবিসি: ০৬:৩০ ঘ. ১১/০১/১৮ এলিনা/হেলাল)

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় মরদেহ সৎকারের সমস্যা নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা শহরে মরদেহ সৎকারে জায়গা খুবই সীমিত হয়ে গেছে। সকল ধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টি একই রকম। ঢাকায় বেশিরভাগ কবরই এখন দু'বছর পর পর ভেঙ্গে ফেলা হয়। নানা কবরস্থানে একই কবরে একের অধিক মৃত ব্যক্তিকে কবর দেয়া হচ্ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন অধিবাসীদের নিজেদের জেলায় মরদেহ নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করছেন। গাড়ির ব্যবস্থা ও সৎকারের কিছু খরচ দেয়ারও পরিকল্পনা করা হয়েছে। আর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন বানাচ্ছে নতুন কবরস্থান। ঢাকায় মরদেহ সৎকার কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুনুন শাহনাজ পারভীনের বিশেষ প্রতিবেদনে:

মিরপুরের বাসিন্দা সুরাইয়ার সাথে কথা হচ্ছিল তার নিজের বাসায়। তিনি বলছিলেন দুই বছরের মত হল তার বাবা মারা গেছেন। কয়েকদিন পূর্বে জানাতে পারেন তার বাবার কবরে অন্য একটি লাশ দাফন করা হয়েছে। তিনি বলছিলেন তাদেরকে এ ব্যাপারে কিছুই জানানো হয়নি। বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষের ধর্ম ইসলাম। ইসলাম একটি কবরের উপর আরেকটি কবর দেয়া সমর্থন করে। মিরপুরের কালশী কবরস্থানে স্থান পেয়েছিল সুরাইয়া পারভীনের বাবা-মা তার প্রথম সন্তান ও মামার মরদেহ। একইভাবে প্রতিটি কবর হারিয়েছেন তিনি। বাবার কবরটি ছিল সর্বশেষ। তাই সে নিয়ে তার আবেগটা একটু বেশি। আমি এসেছি ঢাকার আজিমপুর কবরস্থানে। ভেতরে কবরগুলো একটি আরেকটির গায়ে লাগানো। অনেক কবরের উপর দেখতে পাচ্ছি একাধিক সাইন বোর্ড লাগানো। ঢাকায় ৮টি সরকারি কবরস্থানে রয়েছে। আজিমপুরের কবরস্থানে ৩০ হাজারের মত কবরের জায়গা হবে। ঢাকায় বনানী কবরস্থানে রয়েছে ২২ হাজার কবরের জায়গা। ২০০৮ সাল থেকে দক্ষিণের জুরাইন ও আজিমপুরে আর ২০১২ সাল থেকে ঢাকা উত্তরের ৬টি কবরস্থানে স্থায়ীভাবে আর কোন কবরের জায়গা দেয়া হচ্ছে না। পাঁচ, দশ, পনের ও পঁচিশ বছর এরকম নানা মেয়াদে সেখানে জায়গা বরাদ্দ আছে খুব অল্প কিছু কবরে। যার জন্য দেড় থেকে সর্বোচ্চ ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে হয়। কিন্তু সেটি যারা পারছেন না তাদের জন্যই অস্থায়ী কবর। আর সে সংখ্যাটিই বেশি। দু'বছর পর পর সেসব কবরে যোগ করা হয় আরেকটি মরদেহ।

নাম না প্রকাশ শর্তে ঢাকায় একজন নারী বলছিলেন, ১২ বছর আগে আত্মহত্যা করা তার বোনের কবর রক্ষা করে চলেছেন তিনি। তার জন্য গোরস্থানে তাকে প্রতি বছর দু'বার করে টাকা দিতে হয়। পাশাপাশি যারা কবর দেখাশুনা করেন তাদেরকেও আলাদা করে টাকা দিতে হয় আলাদা করে। ঢাকা শহরে মরদেহ সৎকারে জায়গা খুব সীমিত হয়ে গেছে সকল ধর্মের জন্য। ঢাকায় পোস্তগোলা ও কামরাঙ্গীরচরে রয়েছে হিন্দু ধর্মালম্বীদের মরদেহ সৎকারের জন্য দু'টি সরকারি শ্মশান ঘাট। রাজারবাগে কালমন্দিরে রয়েছে বেসরকারি একটি শ্মশান। খবর নিয়ে জানা গেল দিনে দু'টির বেশি সৎকার এই শ্মশানগুলোতে হয় না। তাই বিষয়টি এখন ঢাকায় হিন্দুদের জন্য সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু এক সময় বিশাল জায়গা নিয়ে তৈরি এসব শ্মশান এখন ভূমি দস্যুদের দখলে এক চিলতে জমিতে পরিণত হয়েছে। ভূমির অভাবে কবর নিয়ে ব্যাপক সমস্যায় রয়েছে ঢাকায় খ্রীস্টানদের সিমেট্রিগুলোও। ঢাকায় তেজগাঁওয়ে হোলি রোজারি চার্চে রবিবারের প্রার্থনা চলাকালীন সেখানে গিয়ে দেখলাম সাদা ক্রস চিহ্ন বসানো পাঁচশ'র মত কবর। অনেক ছিমছাম আর গোছানো সেগুলো কিন্তু ৫ বছর পর পর একইভাবে পুরনো

কবরে সমাহিত করা হচ্ছে নতুন মরদেহ। প্রধান পুরোহিত ফাদার কমল কোরাইয়া বলছিলেন খ্রীস্টান সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ মানুষ চার্চের সাথে সমাহিত হতে চান। সেখানে সবার স্থান সংকুলান আর সম্ভব হচ্ছে না।

মানুষের মৃত্যুর পর মরদেহের জন্য একটুখানি জায়গা যে দরকার হয় তা মাথায় রেখে সেভাবে কোন পরিকল্পনাই করা হয়নি ঢাকা শহরে। সেটি বুঝতে পারলাম বুয়েটের নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিভাগে গিয়ে। এখানে এসে জানতে পারলাম ব্যক্তিগত আবাসিক ভূমি উন্নয়ন বিষয়ক আইনে ঢাকা শহরে প্রতি এক হাজার মানুষের জন্য ০.০৪ একর জমি রাখার কথা বলা হয়েছে ধর্মীয় উপমনালয় মরদেহ সৎকার ও কমিউনিটির অন্যান্য সামাজিক সুবিধার জন্য। যে কোন নতুন আবাসিক এলাকা তৈরির ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করেই এই পরিকল্পনা পাস করানোর নিয়ম। কিন্তু এ নিয়ম করা হয়েছে মাত্র ২০০৪ সালে। ঢাকার জনসংখ্যা এখন দেড় কোটির উপর। সরকারি হিসাব মতে, সেটি ২০৩৫ সালে এসে দাঁড়াবে আড়াই কোটির বেশি। সামনে যে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে সেটি সম্ভবত বলাই যায়।

ঢাকা এখনই বিশ্বের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহর। সামনের কঠিন সময়ের জন্য কিভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে নগর কর্তৃপক্ষ। দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা খান মোঃ বেলাল বলছেন, তার এলাকার অধিবাসীদের নিজেদের জেলায় নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আর ঢাকা উত্তর বানাচ্ছে নতুন কবরস্থান বলছিলেন ডিএনসিসি এর প্রধান সমাজ কল্যাণ কর্মকর্তা আবরাউল হাসান। তিনি বলছিলেন, ঢাকা উত্তরের রায়ের বাজারে ৮১ একরের মত জায়গায় নতুন যে কবরস্থানে তৈরি করা হয়েছে সেখানে ৯০ হাজার কবর এখানে দেয়া সম্ভব হবে।

মৃত প্রিয়জনের একটি কবর সম্ভবত পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষের জন্য গভীর আবেগের বিষয়। অনেকের কাছে কবর মানে শেষ আশ্রয়। সেটি তৈরি করতে কর্তৃপক্ষ এখন কিছুটা নড়েচড়ে বসলেও এতদিনে সুরাইয়া পারভীনের মত অনেকে হারিয়েছেন প্রিয়জনের শেষ চিহ্ন। (বিবিসি: ০৬৩০ ঘ. ১১/০১/১৮ আছাদ/নারগীস)

১/১১ প্রসঙ্গে রুহুল কবির রিজভীর সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশে ২০০৭ সালের এই দিনে তৎকালীন রাজনৈতিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতায় এসেছিল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার যারা ক্ষমতায় ছিল পরবর্তী দুই বছর। শুরুর দিকে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের বিরাট সমর্থন থাকলেও ধীরে ধীরে সেটি কমে আসে এবং তাদের কার্যক্রম নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। প্রধান দুই দলের শীর্ষ নেতাসহ অনেক নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। দুর্নীতিবিরোধী অভিযান, সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সংস্কারের পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলোয় সংস্কার আনার চেষ্টা করে তারা। বাংলাদেশের একটি প্রধান দল বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর কাছে সহকর্মী সায়েদুল ইসলাম জানতে চেয়েছিলেন, তার কতটা প্রভাব পড়েছে তাদের দলে এবং তারা ঐ ঘটনাটিকে কিভাবে দেখেন।

মি. রিজভী: আমাদের উপলব্ধি খুব সুস্পষ্ট। ১/১১ এর যে ঘটনা ২০০৭ সালের সে ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সংবিধানের উপর একটা বড় ধরনের আঘাত। এ আঘাতের কারণে সেই ধারাবাহিকতায় এখন যে প্রচণ্ড রকমের গণতন্ত্রহীনতার যে একটা ভয়, আতঙ্ক, নির্বাচন নিয়ে সংশয় এটা সৃষ্টি হয়েছে সেদিন। সেদিন গণতন্ত্র এবং সংবিধানের উপর তারা কুঠারাঘাত করেছে। আজকের সংবিধানের মৌলিক চরিত্র অনেক বদলে গেছে। সেদিন যে সংবিধান আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিল সেটারই আজকে চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে।

বিবিসি: বলা হয়, বড় দু'টি রাজনৈতিক দলের মতভিন্নতার কারণেই ১/১১ এর মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। সে সময় আপনারা ক্ষমতা ছাড়ার পর আপনাদের নির্বাচিত ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট ছিলেন যিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হয়েছিলেন, আপনাদের সাথে আওয়ামী লীগের মতভিন্নতার কারণেই ১/১১ এর মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল বলেই অনেকে অভিযোগ করেন। আপনি কি রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যর্থতা মেনে নেবেন?

মি. রিজভী: আমি এটা মনে করি না। রাজনীতিতে বিতর্ক থাকবেই। এটা থাকতেই পারে। পার্শ্ববর্তী দেশেও রাজনৈতিক মতপার্থক্য চূড়ান্ত পর্যায়ে দেখেছি। জরুরি আইন ছিল সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা অংশ। কিন্তু সংবিধানকে আঘাত করে একটা সরকার ক্ষমতা নিয়ে নিলে এ ধরনের পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক অন্যান্য দেশে হয়নি। এটা আমি মনে করি, একটা অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত ষড়যন্ত্রের অংশ। আর একটি বিষয় হচ্ছে যে, নানাভাবে নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক শক্তিকে ক্ষমতায় নিয়ে আসার জন্য এটা একটা জাতীয় আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। তাদেরকে নিয়ে আসার পর তারা যেন আজীবন ক্ষমতায় থাকে সেটার একটা প্রক্রিয়া এখানে করা হয়েছে।

বিবিসি: ১/১১ সরকারের যারা দায়িত্ব পালন করেছিলেন তারা তো দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক দলগুলোরও নানা গুণগত পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশের একটি প্রধান রাজনৈতিক দলের একজন শীর্ষ নেতা হিসেবে আপনার কি মনে হয়, আপনাদের দলে কি কোন গুণগত পরিবর্তন এসেছে?

মি. রিজভী: গুণগত পরিবর্তন যদি তারা সৃষ্টি করতেন বা করতে চাইতেন তাহলে তারা এভাবে ক্ষমতায় যেতেন না। অবৈধ পন্থায় এসে ভাল কিছু করা যায় না। আমি অবৈধ পন্থায় এসে ভাল কিছু কাজ করব সেটা আসলে ভাল কিছু হবে না। তাদের এ অসাংবিধানিক দায়িত্ব গ্রহণের ফলে আজকে দেশ আরো অচল, খাদের মধ্যে পড়ে গেছে। একদলীয় দুঃশাসন এবং একটা ভয়ঙ্কর রকম ফ্যাসিবাদ গেড়ে বসেছে। সেদিন তাদের ঐ পদক্ষেপের কারণে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।

বিবিসি: এখনো বাংলাদেশে প্রধান দু'টি দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির মধ্যে প্রবল মতপার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে সামনে নির্বাচন কিভাবে হবে এ নিয়েও প্রধান বড় দু'টি দলের মধ্যে মতের পার্থক্য আছে। আবারো যাতে ১/১১ এর মত পরিস্থিতি তৈরি না হয় সে বিষয়ে আপনারা কতটা সচেতন?

মি. রিজভী: এমন একটি পরিস্থিতি বিরাজ করছে যেখানে মানুষ তার ইচ্ছার প্রতিফলনের জন্য যে পদ্ধতিটি থাকা দরকার সে পদ্ধতিটি নেই। রাজনীতিতে যেকোন সঙ্কট উত্তরণের জন্য সংলাপের কোন বিকল্প নেই। ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের সাথে সংলাপ করতে চাচ্ছে না। এ না চাওয়ার কারণে সঙ্কট আরো তীব্রতর হবে। সুতরাং শুভ বুদ্ধির যদি উদয় হয় সরকারি পক্ষ বা ক্ষমতাসীনদের মধ্যে তাহলে অবিলম্বে সংলাপের আয়োজন করে একটা পথ বের করা যে পথে অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এবং ভোটাররা মনে করবে যে এবার আমরা ভোট দিতে গেলে আমাদের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটবে। আমাদের ভোটে কোনভাবে কারচুপি হবে না। সেখানে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আলাপ-আলোচনার কোন বিকল্প নেই। সংলাপের কোন বিকল্প নেই। (বিবিসি: ০৬৩০ ঘ. ১১/০১/১৮ সোনিয়া/সজীব)

প্রথমবারের মত রাখাইনে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সহিংসতার অভিযোগ স্বীকার করল মিয়ানমারের সেনাবাহিনী

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী এই প্রথমবারের মত স্বীকার করেছে যে রাখাইন রাজ্যে সাম্প্রতিক সহিংসতায় রোহিঙ্গা মুসলিমদের হত্যায় জড়িত ছিল দেশটির সেনা সদস্যরা। সেনাবাহিনী বলছে এক তদন্তে উঠে এসেছে নিরাপত্তা বাহিনীর চারজন সদস্য মংরুড় কাছে তিন গ্রামে ১০ জন মানুষ হত্যার সাথে জড়িত রয়েছে। মিয়ানমার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে এমন স্বীকারোক্তি এলো এই প্রথমবার। (বিবিসি: ০৭:৩০ ঘ. ১১/০১/১৮ এলিনা/হেলাল)

চলতি বছরে ১২ লাখ শ্রমিক বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছেন সরকার

চলতি বছরে বাংলাদেশ থেকে ১২ লাখ অভিবাসী শ্রমিক বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করেছেন দেশটির সরকার। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ থেকে ১০ লাখ ৮ হাজারের বেশি শ্রমিক বিভিন্ন দেশে গিয়েছে, যা আগের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে বলে বলা হচ্ছে। এ সংখ্যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৩ শতাংশ বেশি। যদিও এদের বেশিরভাগ শ্রমিকই যাচ্ছেন হাতে গোনা কয়েকটি দেশে। নতুন শ্রম বাজার খোঁজার ক্ষেত্রে সরকার কী করছেন? সহকর্মী সায়েদুল ইসলাম জানতে চেয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব ড. নমিতা হালদারের কাছে।

নমিতা হালদার: আমরা নতুন বাজার খুঁজে নেয়ার জন্য অনেক বেশি সক্রিয় আছি। সম্প্রতি আমরা গত তিন মাসে ১২টি দেশে আমাদের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে এবং ১২ দেশ থেকেই আমরা খুব পজিটিভ সাড়া পেয়েছি। দ্বিপাক্ষিক এ সংক্রান্ত কাজে বেশ সময় লেগে যায়। আমরা এখন প্রাথমিক স্তরে আছি। জাপানের সঙ্গে আমাদের অনেক বেশি অগ্রগতি হয়েছে। তারা অনেক বেশি ওপেন রাখবে। আমরা খুঁজে বের করব যে, কোথায় কোথায় কো-অপারেশন করা যায়। এখানে আমরা কেয়ার এবং আইটি সেক্টরে স্পেশালিস্ট বা আইপি ওয়ার্কার্স এভাবে আমরা বাজার ধরার চেষ্টা করছি। এখানে আমরাদের অনেক বেশি অগ্রগতি।

বিবিসি: এসব দেশে তো দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা রয়েছে। সারাবিশ্বেই অদক্ষ শ্রমিকের চেয়ে দক্ষ শ্রমিকের চাহিদা বাড়ছে। বাংলাদেশে দক্ষ শ্রমিক তৈরির ক্ষেত্রে এবং দক্ষ শ্রমিকরা যাতে বিদেশে যেতে পারে সেসব ক্ষেত্রে আপনারা কতটা কী ব্যবস্থা নিয়েছেন?

নমিতা হালদার: দক্ষতার জন্য আমাদের অনেকগুলো সেন্টার আছে সারা দেশে। আমরা তো গতানুগতিকভাবে এতদিন ট্রেনিং দিয়ে যাচ্ছিলাম। পাশাপাশি আমাদের আরও দক্ষতার প্রয়োজন যেমন ভাষা। আমরা এর মধ্যেই ৫টি ভাষাতে প্রশিক্ষণ দান শুরু করেছি অন্যান্য ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি। আমাদের কর্মীরা বেশিরভাগ মিডল ইস্টে যাচ্ছে। কিন্তু আরবী ভাষা তারা জানে না। ফলে এটা আমাদের যোগ হচ্ছে। দক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে এটা আমাদের একটা নতুন উদ্যোগ।

বিবিসি: আপনারা বলছেন যে, ২০১৭ সালে ১০ লাখ ৮ হাজারের বেশি শ্রমিক বিদেশে গিয়েছে, যা ২০১৬'র তুলনায় ৩৩ শতাংশ বেশি। এই যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক বিদেশে গেল কোন কোন বিষয়গুলোর কারণে শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে?

নমিতা হালদার: আমরা বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালাচ্ছি যাতে বৈধভাবে তারা যেতে পারে। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ে যে সমস্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, সে প্রশিক্ষণেও তাদের চোখ খুলে যাচ্ছে। বিদেশ যাওয়ার অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা আছে রিমোট অঞ্চলগুলোতেও।

বিবিসি: যে বিপুল সংখ্যক শ্রমিক যাওয়ার কথা আপনারা বলছেন সে তুলনায় বাংলাদেশে রেমিট্যান্সের সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি। আবার অবৈধভাবে যাওয়ার একটা অভিযোগ উঠছে। বিভিন্ন দেশে অভিযানেও অনেক অবৈধ বাংলাদেশী শ্রমিক আটক হচ্ছেন। এসব বিষয় কি আপনাদের নজরে আছে?

নমিতা হালদার: অবশ্যই নজরে আছে। আমরা যখন যে ধরনের অভিযোগ পাচ্ছি সেটাকেই খতিয়ে দেখছি। বিশেষ করে বাইরে আমাদের দূতাবাসগুলো ভীষণভাবে সচেতন। বিষয় হচ্ছে এটা আমাদের একটা সমন্বিত প্রচেষ্টা। রেমিট্যান্সের ক্ষেত্রে আমাদের একটা টাস্ক ফোর্স রয়েছে।

বিবিসি: শ্রমিকরা নানা রকম হয়রানির শিকার হচ্ছেন বিদেশে। এমন অভিযোগ আছে যে, তারা সব সময় সরকার থেকে প্রতিকার পান না?

নমিতা হালদার: সেটা তো আছে। আমাদের বাংলাদেশ এয়ারপোর্টেও ইদানিংকালে খুব প্রচলিত শব্দ বডি কন্ট্রাক্ট। কোন কোন দালাল শ্রেণী বডি কন্ট্রাক্টে এদের নিয়ে আসে কিছু অসৎ কর্মচারী-কর্মকর্তার যোগসাজশে। আমরা চেষ্টা করছি যেন বৈধভাবেই কর্মীরা যেতে পারে। (বিবিসি: ০৭৩০ ১১/০১/১৮ সোনিয়া/নারগীস)

ক্যালিফোনিয়াতে ভূমি ধসে ১৭জন নিহত

যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে ক্যালিফোনিয়াতে ভূমি ধসে ১৭জন নিহত হওয়ার পর বহু মানুষ নিখোঁজ রয়েছে। তাদের খুঁজে উদ্ধার তৎপরতা চালাচ্ছেন শত শত কর্মী। শান্তা বারোয়ারা কাউন্টিতে টানা বৃষ্টির পর এ ভূমি ধসের ঘটনায় আহত ২৮ জনের খবর পাওয়া গেছে। শতাধিক ঘরবাড়ি বিধস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শ'তিনেক বাড়িঘর। এ পর্যন্ত অর্ধশতাধিক মানুষকে উদ্ধার করা গেলেও খোঁজ নেই এখনও অনেকের। অনেক রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে অন্যতম প্রধান সড়কও রয়েছে, যা আগামী সোমবারের আগ পর্যন্ত পুনরায় চালুর সম্ভাবনা নেই বলছেন কর্মকর্তারা।

(বিবিসি: ০৭৩০ ১১/০১/১৮ সোনিয়া/নারগীস)

ভয়েস অফ আমেরিকা

যথাসময়েই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে: পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন, যথাসময়েই রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু হবে।

আমির খসরুর বার্তা :

পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যাকে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যেকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অস্বস্তিকর বিষয় হিসেবে উল্লেখ করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেন, মিয়ানমারের সাথে ২৩শে নভেম্বর রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন বিষয়ে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যের সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত শুরু হবে বলে তিনি আশাবাদী। ঐ আলোচনায় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বলেন:

(স্বকণ্ঠে): 'চায়না যদিও পি-৫ মেম্বার, কিন্তু চায়নার ঐ অবস্থান কিন্তু মিয়ানমারকে বাঁচাতে পারছে না। ভারত আমাদের পক্ষে ভোট না দিলেও ভারতের অবস্থান আমাদের প্রসেসকে আটকে দেয়নি।' পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাহমুদ আলী শত শত রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিকসহ অভিন্ন ইতিহাস ঐতিহ্যের কারণে ভারতকে পরীক্ষিত বন্ধু হিসেবে উল্লেখ করেন।

(ভোয়া: ২২০০ ঘ. ১০/০১/১৮ ফারুক/সজীব)

বিশ্ব তাবলিগ জামাতের শীর্ষ নেতা ভারতের মাওলানা সা'দের ঢাকায় আসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ভারতের দিল্লিভিত্তিক বিশ্ব তাবলিগ জামাতের শীর্ষ নেতা মাওলানা মো: সা'দ কান্দলভীর ধর্মীয় বিষয়ে বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ার কারণে আসন্ন বিশ্ব ইজতেমায় অংশগ্রহণের জন্যে তার ঢাকা আসার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হয়েছে।

জহুরুল আলমের বার্তা:

বুধবার মাওলান সা'দ ঢাকায় এলে বিমান বন্দরের সামনে তার বিতর্কিত বক্তব্য এবং অন্যান্য কর্মকাণ্ডের কারণে বিভক্ত তাবলিগ জামাতের বাংলাদেশ শাখার একাংশ এ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত চলা বিক্ষোভের কারণে তাবলিগ জামাতের এ নেতা বিমান বন্দরে আটকাপড়েন। বিক্ষোভকারীরা বিকেলে সরে গেলে মাওলানা সা'দ কাকরাইল তাবলিগ জামাতের কার্যালয়ে চলে যান। বিক্ষোভকারীরা অবশ্য কাকরাইল কার্যালয়ের সামনে এবং টঙ্গীর বিশ্ব ইজতেমা মাঠে বুধবার থেকে অবস্থান কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছে। বিক্ষোভের ফলে বিমান বন্দরের আশপাশের বিশাল এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয় এবং বেশ কয়েকঘণ্টা জীবনযাত্রা প্রায় অচল হয়ে পড়ে। উল্লেখ্য, বিশ্ব ইজতেমার তিনদিন ব্যাপী প্রথম পর্ব আগামী ১২ই জানুয়ারি শুরু হবে। (ভোয়া: ২২০০ ঘ. ১০/০১/১৮ ফারুক/সজীব)

বাংলাদেশ থেকে গত এক দশকে ভারতে পাঁচ লক্ষ নাবালিকাকে পাচার

ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তথ্য অনুযায়ী গত এক দশকে বাংলাদেশ থেকে ভারতে কম-বেশি পাঁচ লক্ষ বাংলাদেশী নাবালিকাকে পাচার করা হয়েছে। গৌতম গুপ্তের বার্তা :

বছরে ৫০ হাজার মেয়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকছে। তথ্য বলছে, সারা বাংলাদেশ জুড়েই ছড়িয়ে রয়েছে নাবালিকা পাচারের আরকাঠির দল। সাধারণতঃ গরীব মেয়েদের উন্নত জীবনের লোভ দেখিয়ে এবং তাদের অভিভাবকদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভুলিয়ে-ভালিয়ে এ ব্যবসা চলে। বহুক্ষেত্রে পাচার হচ্ছে ১২ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা। দুই দেশেরই পাচারচক্রের এজেন্টরা সক্রিয়। ভারতে এসে এদের কাজে লাগানো হয় কখনো ড্যান্সবার, কখনো হোটেলের ওয়েটার, কখনো ম্যাসেজ পার্লার, কখনো পরিচারিকা এবং বেশ্যাবৃত্তি তো আছেই। যে দালালরা সংগ্রহ করে মেয়েদের তাদের ৮৪ শতাংশ পুরুষ, বাকি ১৬ শতাংশ মহিলা বলে জানা যাচ্ছে। (ভোয়া: ২২০০ ঘ. ১০/০১/১৮ ফারুক/সজীব)

মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৌলভীবাজারের দু'জনের মৃত্যুদণ্ড, তিনজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

বাংলাদেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মানতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৌলভীবাজার জেলার পাঁচ আসামীর মধ্যে দু'জনকে মৃত্যুদণ্ড এবং বাকি তিনজন আসামীকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। জহুরুল আলমের বার্তা :
বুধবার ঘোষণা করা এক রায়ে আদালত নেছার আলী এবং উজাইর আহমেদ চৌধুরীকে মৃত্যুদণ্ড এবং শামসুল আলম চৌধুরী, মোবারক এবং ইউনুস আহমেদকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দিয়েছে। দণ্ডিত আসামীদের বিরুদ্ধে হত্যা, গণহত্যা, আটক, অগ্নিসংযোগ এবং লুটপাটের মত পাঁচটি অভিযোগ এনেছিল রাষ্ট্রপক্ষ। তবে আসামীদের মধ্যে উজাইর আহমেদ চৌধুরী এবং ইউনুস আহমেদ ছাড়া বাকিরা পলাতক রয়েছেন। (ভোয়া: ২২০০ ঘ. ১০/০১/১৮ ফারুক/সজীব)

রেডিও জাপান

উত্তর কোরিয়ার উপর চাপ অব্যাহত রাখবে জাপান

জাপান সরকারের শীর্ষ মুখপাত্র বলেছেন যে, নীতিমালা পরিবর্তনের লক্ষ্যে পিয়ংইয়ংয়ের উপর সর্বাধিক চাপ সৃষ্টির জন্য যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, চীন ও রাশিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করা অব্যাহত রাখবে জাপান। চীফ কেবিনেট সেক্রেটারী ইত্তসিহিতে সুগা আজ সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলন। দক্ষিণ কোরিয়ার আসন্ন অলিম্পিক ও প্যারা-অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে উত্তর কোরিয়ার আগ্রহকে তিনি স্বাগত জানান। আন্ত:কোরিয় সংলাপের ফলে উত্তর কোরিয়ার উপর সৃষ্টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দুর্বল হয়ে পড়বে কি না বলে এক সাংবাদিক মি. সুগাকে প্রশ্ন করে। মি. সুগা জোকের সাথে জানান যে, উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সর্বসম্মতিক্রমে যে নিষেধাজ্ঞা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত তা বাস্তবায়ন করা কমফোর্ট উইমেন বিষয়ে জানানের সাথে ২০১৫ সালে সম্পাদিত চুক্তির বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সর্বশেষ ঘোষনাটি নাকচ করে দেন মি. সুগা ঐ চুক্তি পুনরায় আলোচানর চেষ্টা করবে না জানিয়ে দক্ষিণ কোরিয়া কমফোর্ট উইমেন বা যৌনদাসীদের সম্মান ও মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং তাদের আঘাত সারিয়ে তুলতে জাপানের প্রতি অতিরিক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানায়। মি. সুগা বলেন যে, এ সমস্যাটির সমাধান চূড়ান্ত এবং অপরিবর্তিত বলে চুক্তিতে নিশ্চিত করার পরেও অধিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য জাপানের কাছে দক্ষিণ কোরিয়ার জানানো দাবি একেবারে অগ্রহণযোগ্য। এ ধরনের চুক্তি দায়িত্বের সাথে বাস্তবায়ন করা হল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিয়ম বলে মি. সুগা জানান এমনকি সরকার পবির্তন হলেও তা করা উচিত। তিনি বলেন যে উভয় দেশের উচিত ঐ চুক্তি স্থায়ীভাবে বাস্তবায়ন করা, জাপান এ কাজ যথোচিতভাবে করছে বলে তিনি আরও জানান। (রে. জাপান: ২১:০০ ঘ. ১০/০১/১৮ এলিনা/হেলাল)

রেডিও এবিসি

'বাবা' নামে বিক্রিত হচ্ছে নিষিদ্ধ মাদক ইয়াবা

ঝামেলা এড়াতে মাদক ব্যবসায়ীরা ইয়াবা বড়িকে এখন কক্সবাজার শহরে বাবা নামে বিক্রি করছে। শহরে অন্তত ২২টি স্থানে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে ইয়াবা ও পুরিয়া। খুচরা পর্যায় ইয়াবা বিক্রি করে ৩০ নারীসহ অন্তত ২০০ ব্যক্তি।
(রেডিও এবিসি: ১৫:০০ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

বিশ্ব ইজতেমা শুরু হবে ১২ই জানুয়ারি থেকে

বিশ্ব ইজতেমা শুরু হবে ১২ই জানুয়ারি শুক্রবার। প্রথম পর্ব শেষ হবে ১৪ই জানুয়ারি রবিবার। ১৯শে জানুয়ারি বিশ্ব ইজতেমার দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে এই পর্ব শেষ হবে ২১শে জানুয়ারি।
(রেডিও এবিসি: ১৮:০০ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

খালেদা জিয়ার পক্ষে অষ্টম দিনের মত যুক্তি-তর্কের শুনানি শেষ হয়েছে

জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়ার পক্ষে অষ্টম দিনের মত যুক্তি-তর্কের শুনানি শেষ হয়েছে। দেরিতে আসার জন্য বিএনপি চেয়ারপার্সনের আইনজীবীকে ভৎসনা করেছেন আদালত। কাল আবার যুক্তি-তর্কের শুনানি হবে।
(রেডিও এবিসি: ১৮:০০ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

ডিগ্রি পরীক্ষা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬ সালের ডিগ্রি পাশ এবং সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষা বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হচ্ছে।
(রেডিও এবিসি: ১৮:০০ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

চট্টগ্রামে ৩টি নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে

চট্টগ্রামের পৌর জহুরুল হকার্স মার্কেটের প্রবেশ পথে নিয়ম লঙ্ঘন করে ভাস্কর্য নির্মাণ করায় তা ভেঙ্গে দিয়েছে প্রশাসন। বুধবার বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রিসভার প্রথম শ্রমমন্ত্রী জহুর আহমেদ চৌধুরী এবং চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র মহিউদ্দীন চৌধুরীর তিনটি নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে। (রেডিও এবিসি: ১৮:০০ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

রেডিও টুডে

পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা প্রধানমন্ত্রীর

নানা আয়োজনে আজ পালিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের পর পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন জাতির জনক। দিবসটি উপলক্ষে সকালে রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা। পরে সেখানে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। (রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় দু'জনের মৃত্যুদণ্ড ও তিনজনের আমৃত্যু কারাদণ্ড

'৭১-এর মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় মৌলভী বাজারের রাজনগরের রাজাকার উজির আহমেদ চৌধুরী ও মোঃ নেসার আলীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। একই সাথে শামছুল হোসেন তরফদার ওরফে আশরাফ, ইউনুছ আহমেদ ও মোবারক মিয়াকে আমৃত্যু কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। দুপুরে বিচারপতি শাহিনুর ইসলামের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্য ট্রাইব্যুনাল এই রায় ঘোষণা করেন। (রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

খালেদা জিয়াকে হয়রানি করতেই ১৪টি মিথ্যা মামলা বিশেষ আদালত স্থানান্তর: রুহুল কবির রিজভী

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে মিথ্যা ও হয়রানিমূলক ১৪টি মামলা রাজধানী বকশী বাজারের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে স্থাপিত বিশেষ আদালতে স্থানান্তর সরকারের গভীর ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। দুপুরে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় এক সাংবাদিক-সম্মেলনে তিনি আরও বলেন, আগামী জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বেগম জিয়াকে আরও বেশি হয়রানি করতে সরকার এই পদক্ষেপ নিয়েছে। এ সময় ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে উপ-নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কি না-তা নিয়ে জনমনে গভীর সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে উল্লেখ করে নির্বাচনে লেভেল প্লেইং ফিল্ড নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি দাবি জানান বিএনপির অন্যতম এই মুখপাত্র। এছাড়া, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় তীব্র শীতের মধ্যে এক ছাত্রীকে হল থেকে বের করে দিয়ে সারারাত বাইরে থাকতে বাধ্য করায় ছাত্রলীগের তীব্র সমালোচনা ও নিন্দা জানান রিজভী। (রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহের আহ্বান

ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশনের মেয়র পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশীদের মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহের আহবান জানিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। মনোনয়ন ফি নির্ধারিত ২৫ হাজার টাকা জমা দিয়ে আগামী ১৩, ১৪ ও ১৫ই জানুয়ারি সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফর্ম সংগ্রহ করা যাবে। সংগ্রহের পর তা পূরণ করে ১৫ই জানুয়ারি সোমবার সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে জমা দিতে হবে বলে জানানো হয়। দুপুরে আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক আঃ সোবহান গোলাপ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ-বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

সমালোচিত ভারতীয় তাবলীগের আমীরকে প্রতিহত করতে বিমানবন্দরে বিক্ষোভ

তাবলিগ জামাতের বিশ্ব ইজতেমায় যোগ দিতে ভারতীয় তাবলিগের আমির মাওলানা সা'দ কান্দোলভীর বাংলাদেশে আসা ঠেকাতে সকাল থেকে রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় বিক্ষোভ করছেন তাবলিগের একটি অংশের মুসুল্লীরা। মাওলানা সা'দের কিছু বক্তব্য আপত্তি জানিয়ে কিছুদিন ধরে এবার ইজতেমায় তার যোগদানের বিরোধিতা করে আসছিল তাবলিগ জামাতের এই অংশটি। এ বিষয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে তারা কয়েক দফা বৈঠকও করেন। তবে সর্বশেষ গতকাল রাতে সরকারে পক্ষ থেকে জানানো হয় আজই ঢাকায় আসছেন মাওলানা সা'দ। তবে আজ কখন মাওলানা সা'দ ঢাকায় আসছেন, তা নিশ্চিত করে কিছু বলা হয়নি। এ খবরে সকাল থেকেই তাবলিগ জামাতের ঐ অংশের মুসুল্লীরা বিমানবন্দরের গোল চত্বরের পূর্বদিকে পুলিশ বক্সের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন, যা এখনও চলছে। এদিকে, বিপুল সংখ্যক তাবলিগ কর্মীরা অবস্থানে বিমানবন্দর সড়কে সৃষ্টি হয়েছে তীব্র যানজট, যা পরবর্তীতে ছড়িয়ে পরে রাজধানীর অন্যান্য সড়কগুলোতেও। (রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

দ্বিতীয় দিনের মত আমরণ অনশনে ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের

জাতীয়করণের দাবিতে রাজধানীর প্রেসক্লাবের সামনে আজ দ্বিতীয় দিনের মত আমরণ অনশন কর্মসূচি পালন করছেন মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন পাওয়া সকল স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকরা। বাংলাদেশ স্বতন্ত্র ইবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির ব্যানারে টানা ৮দিন অবস্থান কর্মসূচি পালনের পর গতকাল থেকে অনশন কর্মসূচি শুরু করেন তারা। আন্দোলনকারী সংগঠনের সভাপতি রুহুর আমিন চৌধুরী বলেছেন, সরকারের পক্ষ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় তারা এমন কঠোর কর্মসূচি

দিতে বাধ্য হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে দাবি পূরণের ঘোষণা না আসা পর্যন্ত আমরণ অনশন কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলেও জানান তিনি। এদিকে, অনশনের কারণে এখন পর্যন্ত ৩২জন শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলেও জানান তিনি।
(রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

শৈত্যপ্রবাহে উত্তরাঞ্চলের জনজীবন বিপর্যস্ত

দেশের উত্তরাঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা বাড়লেও চলমান শৈত্যপ্রবাহে ঐ অঞ্চলের জনজীবনে স্থবিরতা অব্যাহত রয়েছে। হাসপাতালগুলোতেও বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা। কুড়িগ্রাম সদর হাসপাতালে গত ২৪ ঘন্টায় শীতজনিত রোগে এক শিশুসহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে, আজ দেশে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে চুয়াডাঙ্গায় ৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ১৩ই জানুয়ারি থেকে এই পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে।
(রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

রাখাইন রাজ্যের রোহিঙ্গা শিশুদের বিষয়ে ইউনিসেফের উদ্বেগ প্রকাশ

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য রোহিঙ্গা শিশুদের বর্তমান অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক তহবিল ইউনিসেফ। গতকাল সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক সাংবাদিক-সম্মেলনে সংস্থাটির মুখপাত্র ম্যারিক্সি ম্যাকারো এই উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, রাখাইন সঙ্কটের রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে রোহিঙ্গা শিশুদের সনাক্ত করে তাদের নাগরিকত্ব প্রদানসহ সব অধিকার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বছরের পর বছর ধরে রাখাইনে যে জাতিগত সংঘাত চলছে, তাতে শিশুরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত উল্লেখ করে ইউনিসেফ মুখপাত্র আরও বলেন, রোহিঙ্গা শিশুদের অধিকার নিশ্চিত ও তাদের সব ধরনের সহায়তায় কাজ করতে প্রস্তুত ইউনিসেফ। (রেডিও টুডে: ১৩:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সাইফুর/আহমেদ)

খালেদা জিয়া কখনও দেশের উন্নয়ন করেন নাঃ প্রধানমন্ত্রী

জিয়াউর রহমানের বহুদলীয় গণতন্ত্র মানে যুদ্ধ অপরাধীদের পুনর্বাসন মন্তব্য করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর দেশে গণতন্ত্রের প্রহসন শুরু হয়। ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি। এই সময় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে বাংলাদেশের উন্নয়ন হয় উল্লেখ করে সরকার প্রধান আরও বলেন, খালেদা জিয়ার পাকিস্তানের প্রতি ভালবাসা আছে বলেই তিনি কখনও দেশের উন্নয়ন করেন না।
(রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙালীদের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাঃ পাকিস্তানের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ

১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় তৎকালীন পাকিস্তানী নীতির সমালোচনা করে দেশটির ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ বলেছেন, শেখ মুজিবুর রহমান বিদ্রোহী ছিলেন না কিন্তু তাকে সেই পথে যেতে বাধ্য করা হয়। ইসলামাবাদের পাঞ্জাব হাউজে গতকাল আইনজীবীদের এক অনুষ্ঠানে নওয়াজ শরীফ আরও বলেন, পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাঙালীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু তাদের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ না করে তাদেরকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
(রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

জনগণই বিএনপিকে প্রতিহত করবেঃ প্রধানমন্ত্রী

বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার পুত্রদের নামে বিভিন্ন দেশে অর্থ পাচার করে সম্পদ গড়ে তোলার যেসব অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত চলছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ঐ সম্পদ দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিকেলে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রী তার জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে সংসদ সদস্য ফজিলাতুন্নেসা বাপ্পির তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন। একই সংসদ সদস্যের অপর এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে সম্প্রতি পদ্মা সেতু নিয়ে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার করা মন্তব্যকে পাগলের প্রলাপ বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। অপর এক প্রশ্নের জবাবে সরকার প্রধান সংসদকে জানান, আগামী নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করলে জনগণই বিএনপিকে প্রতিহত করবে। (রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

১২ই জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১২ই জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জাতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঐ ভাষণ বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনসহ বেসরকারি সব টেলিভিশন ও রেডিও সম্প্রচার করবে। ভাষণে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ডের চিত্র তুলে ধরবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিকেলে নিজ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক-সম্মেলনে এই তথ্য জানিয়ে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বলেন, সরকারের চার বছর পূর্তি উপলক্ষে ঐদিন রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। (রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ প্রতীক/আহমেদ)

তাবলিগ জামাতের একাংশের বিক্ষোভের মুখে ঢাকায় পৌঁছেছেন ভারতের মাওলানা সা'দ কান্দোলভী

রাজধানীর বিমানবন্দর এলাকায় ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে তাবলিগ জামাতের একাংশের বিক্ষোভের মধ্যেই কাকরাইল মসজিদে পৌঁছেছেন ভারতের তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরুব্বী মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ কান্দোলভী। বেলা সাড়ে ৩টার দিকে পুলিশ পাহাড়ায় বিমানবন্দর থেকে তাকে কাকরাইল মসজিদে নেয়া হয়েছে। এর আগে দুপুরে ১টার দিকে মাওলানা সা'দ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান। মাওলানা সা'দ এর আগমন ঠেকাতে সকাল থেকে বিমানবন্দর এলাকায় অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু তাবলিগ জামাতের ঐ অংশ। চলে বিকেল সোয়া ৫টা পর্যন্ত। এর ফলে বিমানবন্দর থেকে টঙ্গি পর্যন্ত সড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। (রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সোনিয়া/আহমেদ)

শর্ত পূরণে ব্যর্থ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে: শিক্ষামন্ত্রী

যেসব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। দুপুরে রাজধানীর অদূরে সাভারের দত্তপাড়া এলাকায় বেসরকারি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তনে দেয়া বক্তব্যে তিনি একথা জানান। মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করে জনকল্যাণ ও শিক্ষার জন্য অবদান রাখতে সবার প্রতি আহবানও জানান শিক্ষামন্ত্রী। (রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ সোনিয়া/আহমেদ)

বেসিক ব্যাংক অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে জাপার ভাইস চেয়ারম্যান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

বেসিক ব্যাংক থেকে নেয়া ২৭৫ কোটি টাকা ঋণের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান মোরশেদ মুরাদ ইব্রাহিম ও তার স্ত্রী সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য মাহজাবিন মোরশেদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক। দুপুরে চট্টগ্রামের ডবলমুরিং থানায় পৃথক মামলা দু'টি দায়ের করেন দুদক কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সিরাজুল হক। মামলা দু'টিতে আরও তিনজনকে আসামী করা হয়েছে যাদের মধ্যে দু'জন বেসিক ব্যাংকের কর্মকর্তা (রেডিও টুডে: ১৮:৪৫ঘ. ১০/০১/১৮ নারগীস/আহমেদ)

পুলিশকে আরও আন্তরিক হওয়ার আহবান রাষ্ট্রপতির

পুলিশের কাছ থেকে মানুষ যেন নির্বিঘ্নে সেবা নিতে পারে সেজন্য ঐ বাহিনীর সদস্যদের দায়িত্ব পালনে আরও আন্তরিক হওয়ার আহবান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে গতকাল বঙ্গভবনে আয়োজিত এক মতবিনিময় অনুষ্ঠানে পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে দেয়া বক্তব্যে এ আহবান জানান রাষ্ট্রপ্রধান।
(রেডিও টুডে: ০৮৪৫ ঘ. ১১/০১/১৮ সোনিয়া/নারগীস)

বিশ্ব ইজতেমায় মাওলানা সা'দ এর অংশগ্রহণ ঠেকাতে আজও বিক্ষোভ তাবলিগ জামাতের

আগামীকাল শুরু হতে যাওয়া বিশ্ব ইজতেমায় বিশ্ব তাবলিগ জামাতের শীর্ষ মুরুব্বী ভারতের মাওলানা মোহাম্মদ সা'দ এর অংশগ্রহণ ঠেকাতে আজও বিক্ষোভ করছেন তাবলিগ জামাতের একটি অংশ। আজ ফজর নামাজের পর রাজধানীর মৎস্য ভবন থেকে কাকরাইল মসজিদ পর্যন্ত সড়কে অবস্থান নেয় তাবলিগ জামাতের কর্মীরা। গতকার ঢাকায় পৌঁছে বিক্ষোভের মুখে মসজিদে অবস্থান করছেন মাওলানা সা'দ। অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াতে ঐ এলাকায় সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী। প্রস্তুত রাখা হয়েছে জলকামানও। (রেডিও টুডে: ০৮৪৫ ঘ. ১১/০১/১৮ সোনিয়া/নারগীস)

অবশেষে রোহিঙ্গা নির্যাতনে সেনা বাহিনীর সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে মিয়ানমারের সেনা বাহিনী

অবশেষে রোহিঙ্গা নির্যাতনে সেনা বাহিনীর সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে মিয়ানমারের সেনা বাহিনী। বুধবার দেশটির সেনা প্রধান মিন অং লেইয়ের কার্যালয় থেকে এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে জানানো হয় গত ২রা সেপ্টেম্বর ১০ জন রোহিঙ্গাকে হত্যার সঙ্গে সেনা বাহিনী জড়িত ছিল। গত ২৫শে আগস্ট রাখাইন রাজ্যে রোহিঙ্গা নির্যাতন শুরুর পর থেকে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা সহিংসতার জন্য মিয়ানমারের সেনা বাহিনীকে দায়ী করছিল কিন্তু এতদিন এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছিল দেশটির সেনা কর্তৃপক্ষ। (রেডিও টুডে: ০৮৪৫ ঘ. ১১/০১/১৮ এলিনা/নারগীস)

:: সমাপ্ত ::